Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-IV, July 2025, Page No. 58-63
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.13.issue.04W.008

নয়া উদারনীতিবাদের সংকট: সমসাময়িক ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে একটি বিশ্লেষণ

চাঁদ অধিকারী, *রাজ্য সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.07.2025; Accepted: 23.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper analyses the crisis of neoliberalism in India, and provides a strategic perspective based on policy realities. While the world grapples with neoliberal trends, India's struggles serve as both a symptom and an insight – highlighting how economic models built on elite capture, covert violence and authoritarian politics ultimately threaten the social cohesion and democracy that neoliberalism has established since the 1990s. The reason for this is that even today, the majority of countries in the world have established liberal democratic systems and have welcomed the ideals of open market, open culture and foreign direct investment in their internal systems. Today, in the context of world politics, the foundation of a market economy has been laid through the mutual relations of one country with another, and just as foreign direct investment has paved the way, various transnational corporations have spread from country to country through duty-free access to the wealth of the open world. However, it must be remembered that the right wing has never expressed the desire to loosen the noose of the word free from the confines of the market economy. This chapter claims that neoliberalism in India has enabled sustainable GDP growth and corporate savings, yet has led to massive social welfare spending, which has created a clear crisis in the form of distressed farmers, urban precariousness, an indebted middle class, social polarization and democratic regression. Drawing on economic data, agricultural research, labour research, and political analysis, it assesses the trajectory of the neoliberal era and outlines the path toward a redistributive, democratic, post-neoliberal future.

Keywords: Neoliberalism, Democracy, Politics, Open market, Open culture

পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যতগুলি রাজনৈতিক মতাদর্শ দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা কে প্রভাবিত করতে সমর্থ্য হয়েছে, সেগুলি র মধ্য অন্যতম মতাদর্শ হল উদারনীতিবাদ। যা ৯০এর দশক থেকে নয়া-উদারনীতিবাদ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার কারণ আজও বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলি যেমন একদিকে প্রতিষ্ঠা করেছে উদারনৈতিক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা তেমনই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বাগত জানিয়েছে খোলা বাজার (open market) খোলা সংস্কৃতি (open culture) আভ্যন্তরীন ব্যবস্থায় সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের আদর্শ। যে আদর্শের উপর জোর দেয় নয়া-উদারনীতিবাদী মতাদর্শ। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত নব্য উদারনীতিবাদ বাজার উদারীকরণ, আর্থিক কঠোরতা, নিয়ন্ত্রণমুক্তি, বেসরকারীকরণ এবং শ্রম নমনীয়তার উপর জোর দেয়। ভারতে, নব্য উদারনীতি প্রকল্পটি ১৯৯১ সালে সাহসী সংস্কারের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, কিন্তু আজ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে- ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, কৃষি পতন, কর্মসংস্থান অনিশ্চয়তা এবং আর্থিক ভঙ্গুরতা দ্বারা চিহ্নিত- রাজনৈতিক বিষণ্ণতা এবং কর্তৃত্ববাদী একীকরণের দ্বারা ভিত্তি করে।বিশেষ করে ভারতে নব্য উদারনীতিবাদ টেকসই জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং কর্পোরেট সঞ্চয়কে সক্ষম করেছে, তবুও ব্যাপক সামাজিক কল্যাণ ব্যয়

করেছে, যা দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক, নগর অনিশ্চয়তা, ঋণগ্রস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সামাজিক মেরুকরণ এবং গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণে স্পষ্ট সংকট তৈরি করেছে। অর্থনৈতিক তথ্য, কৃষি গবেষণা, শ্রম গবেষণা এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, এটি নব্য উদারনীতি যুগের গতিপথ মূল্যায়ন করে এবং একটি পুনর্বণ্টনমূলক, গণতান্ত্রিক, নব্য-উদারনীতি পরবর্তী ভবিষ্যতের দিকে পথের রূপরেখা দেয়।

নয়া উদারনীতিবাদের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ:

নয়া উদারনীতিবাদ (Neoliberalism) হল প্রতিবিপ্লবী প্রকৃতির একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতবাদ, যা বিংশ শতকের শেষভাগে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এটি মূলত উদার অর্থনীতির (liberal economy) আধুনিক সংস্করণ, যেখানে বাজারকে স্বাধীনভাবে পরিচালনার ওপর জোর দেওয়া হয়, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনা হয় এবং ব্যক্তিগত মালিকানার গুরুত্ব বাড়ানো হয়। এই মতবাদের ভিত্তিতে ধারণা করা হয় যে, ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি এবং বাজারের নিজস্ব গতিবিধি অনুযায়ী অর্থনীতি পরিচালিত হলে সমাজের সকল শ্রেণি উপকৃত হবে। তাই নয়া-উদারনীতিবাদ সরকারী ক্ষেত্রের ক্রমস্মপ্রসারণকে আটকাতে চায় এবং সম্ভব হলে সরকারী ক্ষেত্রের ক্রমস্মপ্রসারনের এই গতিটাকে বিপরীতমুখী করতে চায়। নয়া- উদারনীতিবাদ 'নূন্যতম রাষ্ট্র' (Minimal State) ও 'মুক্ত বাজার সমাজ' (Free Market Society)ব্যবস্থার নীতিতে বিশবাসী (মহাপাত্র, ২০০৫)।

নয়া উদারনীতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য:

১. **বাজারমুখী নীতি**: নয়া উদারনীতিবাদী দর্শনে বিশ্বাস করা হয়, বাজারই সবচেয়ে কার্যকর প্রতিষ্ঠান যা সম্পদের সর্বোত্তম বণ্টন করতে পারে। তাই সরকারকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ না করে, বাজারকে তার নিয়মে চলতে দিতে হবে।

২. **বেসরকারীকরণ (Privatization)**: রাষ্ট্রের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করা হয় যাতে সেগুলো অধিক লাভজনক ও দক্ষভাবে পরিচালিত হয়। এই নীতিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে অলাভজনক এবং অদক্ষ মনে করা হয়।

৩. **ব্যয় সংকোচন (Austerity)**: সরকারের সামাজিক খাতে ব্যয় কমিয়ে আনা হয়, যেমন: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদিতে। এর উদ্দেশ্য হলো বাজেট ঘাটতি কমানো ও ঋণ নিয়ন্ত্রণে রাখা।

৪. **বিনিয়োগ ও বাণিজ্য মুক্তিকরণ (Liberalization)**: দেশীয় বাজারকে বৈশ্বিক বাজারের সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সহজতর করা হয়। শুল্ক ও আমদানি-নির্বন্ধ দূর করা হয়।

৫. **নিয়ন্ত্রণ হ্রাস (Deregulation)**: ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারি বিধিনিষেধ কমিয়ে দেওয়া হয়, যাতে বিনিয়োগকারীরা সহজে এবং দ্রুত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।

ইতিহাস ও উৎপত্তি:

নয়া উদারনীতিবাদ মূলত ১৯৭০-এর দশকে পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতির প্রেক্ষিতে বিকাশ লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্রে রোনাল্ড রেগান এবং যুক্তরাজ্যে মার্গারেট থ্যাচার এই নীতির প্রবর্তক হিসেবে পরিচিত। পরে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-র মাধ্যমে এই নীতি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে চাপিয়ে দেওয়া হয়, বিশেষ করে Structural Adjustment Program (SAP)-এর মাধ্যমে।

সমালোচনা:

নয়া উদারনীতিবাদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচিত হয়েছে। এর কিছু নেতিবাচক প্রভাব হলো:

- **আয় বৈষম্য বৃদ্ধি**: বাজারমুখী নীতির ফলে ধনী আরও ধনী হয়, গরিব আরও গরিব হয়ে পড়ে।
- **সামাজিক সুরক্ষার অবনতি**: স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পেনশন খাতে রাষ্ট্রের বিনিয়োগ কমে যাওয়ায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- **পরিবেশগত অবহেলা**: ব্যবসাবান্ধব নীতির কারণে পরিবেশ সংরক্ষণকে গুরুত্বহীন করে তোলা হয়।
- **সার্বভৌমত্ব হ্রাস**: IMF বা বিশ্বব্যাংকের শর্ত পূরণে গিয়ে দেশগুলো নিজের আর্থিক নীতি নির্ধারণে স্বাধীনতা হারায়।

নয়া উদারনীতিবাদ একদিকে যেমন বৈশ্বিক পুঁজিবাদের প্রসার ঘটিয়েছে, তেমনি সমাজে অসমতা, বৈষম্য এবং সামাজিক অস্থিরতার জন্ম দিয়েছে। এই মতবাদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও, তার সুফল সবার জন্য সমানভাবে বণ্টিত হয়নি। অনেক পণ্ডিতই আজ এর বিকল্প চিন্তা করছেন, যেমন - 'inclusive development', 'green economy', অথবা 'post-neoliberalism'। বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় নতুন ধরনের অর্থনৈতিক ন্যায্যতার খোঁজ করা সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে।

ভারতে নয়া উদারনীতিবাদের উত্তরণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হয়েছে উদারনীতিবাদের হাত ধরেই কিন্তু নয়া উদারনীতিবাদের আদর্শে প্রবেশ করেছে পৃথিবীর সমস্ত দেশ। সেদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে একটা বিষয়ে আমাদের কাছে স্বচ্ছ ভাবে ধরা দেয় যে আমাদের ভারতে উদারনীতিবাদের ভিত রচিত হয়েছিল সে জাহাঙ্গীরের আমলে। সেই ১৬১৩ সালে যখন থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে ব্যবসা বাণিজ্যের অনুমোদন লাভ করেছিল তখন থেকে। তাই সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কথা বলা হলেও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাতে ভারতীয়রা চর্চা করেনি অনেক যুগ। যদিও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের আঁচ নেওয়ার কথা, কিন্তু ইতিহাস সেকথা বলে না। এই বিষয়কে নিয়ে যথাবিহিত বিতর্ক তদানীন্তন সময়ে ছিল এমনকি আজও বর্তমান। ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ রাজা রামমোহন রায় একসময় নীল চাষকে কেন্দ্র করে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে ১৮২৮ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারি সংবাদ কৌমুদীতে প্রকাশিত একটি চিঠিতে লেখেছিলেন, আগে যে চাষিরা জমিদারের জবরদস্তিতে বিনা মজুরিতে অথবা সানান্য ধানের বিনিময়ে শ্রম দিতে বাধ্য হত, তারা নীলকরদের আওতায় কিছুটা স্বাধীনতা ও স্বচছন্দ্য ভোগ করেছে- প্রত্যকেই নীলকরদের কাছ থেকে মাসিক চারটাকা হারে বেতন পাচ্ছে। যার মধ্য দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন নীলকরের আমলে চাষিরা ভুমিদাস থেকে বেতনভুক শ্রমিকে রূপান্তরিত হচ্ছে- এর মধ্যে তাঁরা সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ চিহ্নিত করেছিলেন (বসু, ২০০৩)। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন 'চিরদিন ভারতবর্ষে ও চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজারথিকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা, গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশের উপর দিয়ে রাজ্য সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল, স্বদেশী রাজায় রাজায় নিয়তই রাজত্ব নিয়ে হাত-ফেরাফেরি চলল, বিদেশী রাজারা এসে সিংহাসন কাড়াকাড়ি করতে লাগল- লুঠপাট অত্যাচারও কম হল না- কিন্ত তবু দেশের আত্মরক্ষার হয়েছে যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেছে, তার অন্নবস্ত্র ধর্মকর্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে। এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের, রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপর যেমন মাথার মুকুট থাকে তেমনি। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান; সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যপ্ত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন। তাতেই সে মারা যায়। গ্রীস রোম এমনি করেই মারা গিয়েছে। কিন্তু চীন ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে - তার কারণ, সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত' (ঠাকুর, প্রথম প্রকাশ ১৩৪৪)। তাঁর মতানুযায়ী, যত যা কিছুই ঘটে থাকুক না কেন ভারতের প্রতিনিয়ত সমাজ জাগ্রত হয়ে উঠেছে বারে বারে। কিন্তু তারপরেও আমাদের দেশে কোনরূপ কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন এর মাধ্যমে কোন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই রাজনীতি থেকে ভারতীয় সমাজ তথা কৃষি ক্ষেত্রে সেই চলে আসা ধারার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি স্বাধীনোত্তর ভারতে। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে সমাজ ও কৃষির সংস্কার করার নানা কর্মসূচি গ্রহণ করলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই চলে আসা বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে সেই দাদন প্রথা আজও বর্তমান। তাই কৃষিতে নেতিবাচক প্রভাব ও আজও রয়ে গেছে। তারপরে ৯০ এর দশক থেকে ভারত সরকার সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে নয়া উদারনীতিবাদী আদর্শকে ব্যবস্থায়িত পথে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই আমাদের দেশে সেই উপনিবেশিক আমল থেকেই উদারনৈতিক বৈশিষ্ট্যের অংশভূত ভারত করে তোলার গড়াপত্তন ঘটেছিল, যা ৯০ এর দশকে খোলাবাজার অর্থনীতির মধ্য দিয়ে সেই বৃত্তকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

নয়া-উদারনীতিবাদের আদর্শে দক্ষিণপন্থী রাজনীতির প্রভাব:

আজ বিশ্বের গরিষ্ঠ দেশ গুলিতে সরকার গঠন করেছে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি। যে দলগুলো অতিমাত্রায় জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী, এই প্রেক্ষাপটে নিজেদের জাতীয়তাবাদী আদর্শকে জনপ্রিয়তার আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করতে উদগ্রীব অতিদক্ষিণপন্থী দলগুলি। তারা যে আদর্শের কথা বলে তা নিঃসন্দেহে একটি দেশের কাছে অতীব প্রাসঙ্গিক এবং তা অতি কাম্য বিষয়বস্তু। যা দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাতে নাগরিকদের প্রভাবিত করার একটি সুচারু পথ। এতদ্সত্বেও একটি দেশের স্বতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সমপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু তা সে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই হোক বা দেশের উন্নয়নের গতিধারা বজায় রাখার ক্ষেত্রেই হোক। এ নিয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, এই ভাবধারাই বিশ্বাসী হয়ে উঠলে কর্ম নৈপুণ্যতা গড়ে উঠবে অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্যতা কিছুটা হলেও কমবে এ আশা নাগরিকরা প্রত্যাশা করতেই পারে। কিন্তু বর্তমান বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে এই আদর্শের বিপরীত ভাবধারায় গঠিত হয়েছে। এমনকি বিশ্বায়নের হাত ধরে তা উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলিতে ইতিমধ্যেই প্রবেশ করে গেছে। নয়া উদারনীতিবাদ যেভাবে খোলা বাজার ও খোলা সংস্কৃতির দৌলতে অবাধ বিচরণ মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়ে ধরা দিয়েছে। সেই আঙ্গিক থেকে সরে আসা যেমন দক্ষিণপন্থী গুলির কাছে এক চ্যালেঞ্জ তেমনি নয়া উদারনীতিবাদের কাছে তার নিজের আধিপত্য বজায় রাখাও এক চ্যালেঞ্জ।কারণ আজ বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাজার অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন হয়েছে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ যেমন সেই পথকে প্রশস্ত করেছে তেমনি বিনা শুল্কের মাধ্যমে বিভিন্ন অতিজাতীয় সংস্থাগুলি দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে মুক্তবিশ্বর দৌলতে। তবে মনে রাখতে হবে যে বাজার অর্থনীতির চৌহদ্দি থেকে মুক্ত শব্দটির ফাঁস আলগা করে রেহাই দেওয়ার ইচ্ছা কোনকালেই দক্ষিণপন্থীরা প্রকাশ করেনি। তাই বর্তমানে মুক্তির সঙ্গে শুধুই ব্যবসা এবং মুনাফার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে (মালাকার, ২০২৫)। বিশেষ করে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ' এর ঘোষণায় নয়া উদারনীতিবাদী ভাবধারা তথা বিশ্বায়নের অবলুপ্তির সিঁদুরের মেঘ দেখতে শুরু করেছেন অর্থনীতিবিদ থেকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা (সরকার, ২০২৫)। তাই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ এর মত দক্ষিণপন্থী রাজনীতির প্রভাব জড়িয়ে আছে নয়া উদারনীতিবাদের আদর্শের প্রবাহমানতায় যা, একদিকে যেমন নয়া-উদারনীতিবাদের নির্ধারক তেমনি অপরদিকে নয়া-উদারনীতিবাদের সংকটের পথও প্রশস্ত করতেই পারে। এশঙ্কাকে আমরা প্রত্যাহার করতে পারিনা।

সাংস্কৃতিক অনুভূতির মাধ্যমে সুচারুভাবে নিজের আধিপত্যকে সমাজের সর্বস্তরে এগিয়ে নিয়ে যেতে এক কথায় সক্ষম হয়েছে নয়া উদারনীতিবাদী মতবাদ। কিন্তু উত্তরণ ও অবনয়নের মাপকাঠিতে কিছু কিছু ধারণাকে বিলুপ্তপ্রায় বলে ভুলে যাওয়াটা কখনোই সমীচীন নয়। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিসরে যেভাবে জাতীয়তাবাদের প্রসার দিন দিন অগ্রসর হয়ে চলেছে তা এক কথায় নয়া উদারনীতিবাদের বিপরীত ভাবধারা হিসেবে যে প্রতিষ্ঠিত তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। যেভাবে রাষ্ট্রনেতারা দেশপ্রথম ও দেশীয় সংস্কৃতিকে সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্গ্রীব তা যে নয়া-উদারনীতিবাদের উত্তরনের চরমতার পথে প্রধান বাধা তা আজ বলতেই পারি।

নয়া উদারনীতিবাদের মতাদর্শ ভিত্তিক রাজনীতিতে জনপ্রিয়তাবাদের প্রভাব:

সমস্ত বিশ্বজুড়ে বর্তমান রাজনীতিতে জনক জনপ্রিয়তাবাদ (Populism) শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে বারেবারে। বিশেষ করে দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বেশ আকর্ষিত হয়েছে এই আখ্যানটি। যেমন সরকারের অর্থনৈতিক অগ্রগতির নীতি থেকে শুরু করে ধর্ম ও রাজ্য রাজনীতির মিশ্রণই হোক বা 'ভূমিপুত্রের অগ্রাধিকার' ভিত্তিক রাজনৈতিক মতপ্রকাশ, নিজের জাতি ও দেশের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি প্রত্যেকটিকে জনপ্রিয়তাবাদী বলা হয়েছে। এমনকি সাম্প্রতিককালে জনপ্রিয়তাবাদের আবর্তে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ(xenophobia) দ্বারা উদ্বুদ্ধ রক্ষণশীলদের বিপরীতে উদারনৈতিক তথা নয়া উদারনৈতিক রাজনীতিবিদদের উদ্বেগ অথবা শাসন ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞদের হস্তক্ষেপ এমনকি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশে গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার বাইরে রাখার প্রবণতাও এর অন্তর্গত (প্রকাশ, ২০১৯)। যার ভিত্তিতে বলা যায় যে জনপ্রিয়তাবাদ যেভাবে রাজনৈতিক পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করেছে তার মধ্যে আজ যুক্ত হয়েছে নয়া-উদারনতিবাদী ধারাও। আমরা সবাই জানি উদারনীতিবাদী ভাবধারার গর্ভে যে নয়া উদারনীতিবাদের উৎপত্তি তা বিকশিত হয়েছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা, আইনের শাসন ও

মানবাধিকার রক্ষার পাশাপাশি মুক্তবাজার, মুক্ত অর্থনীতি, মুক্ত সংস্কৃতি ও সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের হাত ধরে। যে ধারণা গুলি তৎকালীন সময়ে রাজনীতির নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিচালিত করত। কিন্তু বর্তমানে জনপ্রিয়তা যে রাজনৈতিক পটভূমিকার রূপায়ণ করেছে সেখানে এমন কোন প্রতিশ্রুতিও প্রদান করা হয়নি যে অক্ষরে অক্ষরে নয়া উদারনীতিবাদী আদর্শগুলি যথাযথভাবে রক্ষা করা হবে, বরং সাম্প্রতিক ক্রিয়া-কলাপ পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে জনপ্রিয়তাবাদ নয়া-উদারনীতিবাদী আদর্শকে গুরুত্ব দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে ভারত জনকল্যাণকর রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল, সম্পদের পুনর্বন্টনমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দরিদ্র সংকোচনের মধ্য দিয়ে সামাজিক উন্নয়ন করতে সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এর ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ শাখা গুলিতে বিনিয়োগের হার কম হওয়ার কারণে মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি হতে শুরু করে। যে কারণে ১৯৮০ এর মাঝামাঝি সময় থেকে ভারত সরকার ধীরে ধীরে বাজার মুখে অর্থনৈতিক সংস্কারের নীতি গ্রহণ করেছিল। যা ১৯৯০ এর সময় থেকে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের দৃষ্টিভঙ্গিতে বদল আসে। তখন থেকে সম্পদের পুনর্বন্টনমূলট নীতি থেকে সরে আসে এবং উদারীকরণ বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের দিকে সরে যায়। যে নীতির প্রভাবে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছে চাকরি থেকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে কৃষিক্ষেত্র। কিন্তু বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ভারতের অর্থনীতি নয়া-উদারবাদী পথে হাঁটতে শুরু করার পর বৈষম্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির বদলে অনেক কমেছে। তাই ব্যক্তি স্বাধীনতার সর্বজনীনতা প্রদান ও তাকে রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়াস হলেও যখন সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের পরিচয় কেন্দ্রিক স্বীকৃতির দাবী তুলে, তখন উদারনীতি ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঠিক তখনই একদিকে ব্যক্তির স্বাধীনতা, অন্যদিকে, গোষ্ঠীর স্বাধিকারের দাবি, এই দুই এর মধ্যে অস্বস্তিকর সম্পর্ককে অস্বীকার করা যায় না। তাই বিভিন্ন প্রান্তিক গোষ্ঠীর পরিচয়ের রাজনীতি, স্থানীয় অনুন্নয়নকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক রাজনীতি যেসব দাবি-দাওয়া নিয়ে সামনে উপস্থিত হয় সেগুলির মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি, অভিন্ন থাকে (প্রকাশ, ২০১৯)। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে সামাজিক ন্যায়ের কোনও দাবি কোনও না কোনও ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার কথা কে অস্বীকার করতে পারে না। এই প্রতিনিধিত্বের মধ্যেই সম্পদ পুর্ববন্টন ও পৃথক পরিচয়ের দাবি নিহিত (Fraser, 2009)। তাই বিভিন্ন অঞ্চলের পৃথক পৃথক পরিচয়ের দাবিতে রাজনৈতিক পরিসরে দাবি আদায়ের জন্য মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রবণতায় এখনকার রাজনীতির মুখ্য প্রবণতা হয়ে উঠেছে (প্রকাশ, ২০১৯)।

মনে রাখতে হবে যে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিক কর্ম প্রক্রিয়া, নয়া উদারনৈতিক মতাদর্শকে সম্পূর্ণরূপে খারিজ করে দিয়েছে কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বোঝা যায় যে নয়া উদারনীতিবাদ বিগত তিন বছর ধরে চলে এলেও সামাজিক বৈষমূলক গুলিকে দূর করার কোন প্রবণতায় দেখায় দেখা যায় না তাই সাধারণ মানুষ বিকল্প পথের সন্ধান শুরু করেছে নয়া উদারনীতিবাদ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছে সেগুলিকে ব্যবহার করেই জনপ্রিয়তাবাদ কার্য সৃষ্টি করতে চাইছে তা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই কিন্তু নয়া উদারনীতিবাদের প্রতিশ্রুতি গুলিকে জনপ্রিয়তাবাদ ছিনিয়ে নেওয়ার ফলে গণতন্ত্রের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যেতে বসেছে। এর পরিণত করে ভারতে গণতন্ত্র থাকলে তা ক্রমশাই এখন অনুদার বাদে মতাদর্শ চালিত হয়ে পড়েছে (প্রকাশ, ২০১৯)।

উপসংহার:

ভারতে নয়া উদারনীতিবাদ বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করেছে—কিন্তু এই প্রবৃদ্ধি কৃষক, শ্রমিক এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জন্য গভীর মূল্যে ক্ষুদ্র শ্রেণী থেকে অভিজাত শ্রেণীর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এর ফলে কেবল অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতাই নয়, রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এবং সাম্প্রদায়িক মেরুকরণও দেখা যাচ্ছে। নব্য উদারনীতিবাদী অর্থনীতি এবং কর্তৃত্ববাদী জাতীয়তাবাদ উভয়ের বৈধতা ভেঙে পড়ার সাথে সাথে, ভারতের সামনে বর্তমান রাজনৈতিক পরিমন্ডলে তাই একটি বিকল্পের মুখোমুখি হতে হবে: ক্রমবর্ধমান আর্থ-সামাজিক খণ্ডিতকরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া, অথবা আরও গণতান্ত্রিক এবং পুনর্বণ্টনমূলক দৃষ্টান্তের দিকে ঝুঁকে পড়া। একটি নব্য-উদারনীতি-পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গিকে অবশ্যই জনসাধারণের অবকাঠামো, ন্যায়সঙ্গত কর ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক সুরক্ষা এবং শ্রম-সামাজিক সুরক্ষাকে পুনঃকেন্দ্রীভূত করতে হবে। প্রতিরোধ আন্দোলন- বিশেষ করে কৃষকদের প্রতিবাদ-

এই পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাবনা উভয়ই এর যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে। ভারতের নয়া উদারনীতিবাদের সংকট— যার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য কর্পোরেট পুঁজিবাদ আর রাজনীতিতে হিন্দুত্বের ধারণা— সৃষ্টি করেছে গভীর অর্থনৈতিক ও আভ্যন্তরীন সামাজিক দুর্বলতা। এটি শুধু সম্পদের বৈষম্যই সৃষ্টি করেনি, বরং কৃষিজীবী, শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্তদের জীবন নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখে উপস্থাপন করেছে। ২০২০ থেকে ২০২৪-এর কৃষকদের সম্মিলিত প্রতিবাদের ইঙ্গিতই দেখিয়েছে জনসাধারণ সম্ভাব্য পরিবর্তন চাইছে। ভবিষ্যতে সামাজিক ন্যায় ও গণতান্ত্রিক কাঠামো আবশ্যক। নয়া উদারনীতিবাদে যদি গণতন্ত্র ও ন্যায়সংগত উন্নয়ন সুসংহত না হয়, তবে ভারতীয় রাজনীতির এই সংকট ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার দানা বুনবে। সর্বোপরি আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, নব্য উদারনীতিবাদী মতাদর্শ সম্বলিত বিশ্বায়ন আজ মুক্তবাজারের দৌলতে যতই মানুষের কাছে সহজলভ্য করে উপস্থিত হোক না কেন, ঠিক এই নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে শুরু করে সামাজিক বৈষম্য গ্রাম শহরের উন্নয়নের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তাই 'দেশ প্রথম'-এর যে স্লোগান আজ প্রতিটি দেশে ধ্বনিত হচ্ছে তা যে এই বৈষম্য হ্রাসের জন্য কতটা কার্যকরী হবে তা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে বর্তমানের মানদন্ডে বৈশ্বিক মুক্তবাজার অর্থনীতির চলমান নীতিতে যে খড়্গহস্ত বাধা হতে চলেছে তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। তবে এই পর্যায়ে যদি ভারসাম্য নীতি তৈরি না করা হয় তাহলে যে নয়া-উদারনীতিবাদ সংকটের মুখে পড়বে তা একজন সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমি মনে করি।

তথ্যসূত্র:

১. Fraser, N. (2009). Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World. New York: Columbia University Press.
২. ঠাকুর, র। (প্রথম প্রকাশ ১৩৪৪)। কালান্তর. বিশবভারতী।
৩. প্রকাশ, অ। (২০১৯)। উদারনৈতিকরাজনীতির সঙ্কটে দর্পণে জনপ্রিয়তাবাদঃ ভারতের নীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে কিছু কথা। শ. ব. রায়, প্লুলিজমঃ ভারতে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান (p. ২৭-৪৫) ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ।
৪. বসু, প (২০০৩)। রামমোহন রায়ঃ আধুনিকতার আহ্বান। স. চক্রবর্তী, ভারতবর্ষঃ রাষ্ট্রভাবনা (p. ৮৬) একুশে প্রকাশন।
৫. মহাপাত্র, অ (২০০৫)। রাষ্ট্রবিজ্ঞান। সুহিদ পাবলিকেশন।
৬. মালাকার, অ (২০২৫)। নব্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পতনের গল্প। সম্পাদকীয়, সংবাদ প্রতিদিন।
৭. সরকার, গ. (২০২৫)। বিশবায়ন হারানোর জুজু? সম্পাদকীয়। সংবাদ প্রতিদিন।